## 4.7 জ্ঞানতত্ত্বে কোপার্নিকীয় বিপ্লব [Copernican Revolution in Epistemology]

'ক্রিটিক অব পিয়োর রিজন' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতে কান্ট লিখেছেন—

এতদিন পর্যন্ত এ কথা মেনে চলা হয়েছে যে, আমাদের সকল জ্ঞানই বিষয়ের অনুরূপ হবে। কিন্তু এই স্বীকৃতি মেনে বিষয় সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে তাদের সম্বন্ধে প্রাক্‌সিদ্ধভাবে কোনো কিছু প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। আমরা তাহলে চেষ্টা করে দেখব যে অধিবিদ্যার কাজে আরও বেশি সফল হতে পারি কিনা যদি মানি যে বিষয় আমাদের জ্ঞানের অনুরূপ হবে।[3]

---

1 '... a science whose every branch may be cut away but whose root can not be destroyed.' (p-58, Ibid)

2 'The false transcendent metaphysics is refuted in Dialectic. Kant was, however, equally convinced that an immanent metaphysics is possible, and that its grounds and justification had been successfully given in the Analytic.' (p-70 Commentary, N. K. Smith)

3 'Hitherto it has been assumed that all our knowledge must conform to objects. But all attempts to extend our knowledge of objects by establishing something in regard to them a priori, by means of concepts, have, on this assumption, ended in failure. We must therefore make trial whether we may not have more success in the tasks of metaphysics, if we suppose that objects must conform to our knowledge.' (p-22, Critique)

কান্টের ওই বক্তব্যটিই তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা। জ্ঞান হবে বিষয়ের অনুরূপ—এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে তিনি বিপরীত বক্তব্যকে প্রকল্পের আকারে রেখে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন—বিষয় জ্ঞানের অনুরূপ হবে। তিনি একে বিপ্লব নাম দিয়েছেন। 'বিপ্লব' বলতে দৃষ্টিকোণের আমূল পরিবর্তনকে বোঝায়। কান্ট এই আমূল পরিবর্তনকে কোপার্নিকাসের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় মনে করে 'কোপার্নিকীয় বিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন।

কান্ট মনে করেন যে, প্রতিটি বিজ্ঞানের চলার পথে কোনো পর্যায়ে এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় যখন কোনো বিজ্ঞানী আলোচনা পদ্ধতির মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে বিষয়টিকে যথার্থই বিজ্ঞান করে তোলেন। বহুকাল পূর্বে কোনো অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির হাতে গণিতশাস্ত্রে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, যথার্থ পদ্ধতি এমন হবে না যাতে জ্যামিতীয় আকৃতি অথবা প্রত্যয় প্রত্যক্ষ করে তার ধর্মগুলিকে নির্ণয় করা যায়। বরং যে ধর্মগুলিকে প্রাক্‌সিদ্ধভাবে আমরা গঠন করেছি সেগুলির মাধ্যমেই আকৃতিগুলি উপস্থিত হয়।[1]

গ্যালিলিয়ো, টরিসেলি প্রমুখের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রকৃতিবিজ্ঞান তথা পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণকে বদলে দিয়েছিল। যে বলগুলির ওজন গ্যালিলিয়ো আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, সেগুলিকে ঢালু জায়গায় গড়াতে পারলেন। টরিসেলি বাতাসের যে পরিমাণকে আগেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন, তার দ্বারা একটা ওজন বহন করাতে পারলেন। কান্ট মনে করেন, এই জাতীয় পরীক্ষা শিখিয়েছিল যে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তি যা তৈরি করে তার মধ্যেই যুক্তির অন্তর্দৃষ্টি থাকে,[2] এবং এভাবে আবশ্যিক নিয়মগুলি গড়ে ওঠে। কান্ট তুলনা করে বলেছেন যেন যুক্তি সেই ছাত্রের মতো আচরণ করবে না যে সেইসব কিছুই শোনে যা তার শিক্ষক বলতে পছন্দ করে, বরং বিচারকের ভূমিকা নেবে যিনি সাক্ষীকে বাধ্য করেন সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে যা তিনি তৈরি করেছেন। এভাবেই পদার্থবিদ্যা দৃষ্টিকোণের বৈপ্লবিক পরিবর্তন গ্রহণ করে বিজ্ঞানের নিশ্চিত পথ খুঁজে পেয়েছিল।

কিন্তু অধিবিদ্যা এককালে সকল বিজ্ঞানের রানি বলে বিবেচিত হলেও কালক্রমে অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনিশ্চয়তা ও অর্থহীন সাজানো বির্তকের দ্বন্দ্বভূমিতে পরিণত হয়েছে। গণিত এবং পদার্থবিদ্যার পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কান্ট তাই ঘোষণা করলেন যে আমাদের উচিত হল কোপার্নিকাসের প্রাথমিক প্রকল্পের পথে সঠিকভাবে এগিয়ে চলা। কিন্তু কী সেই কোপার্নিকীয় প্রকল্প এবং কেমনভাবে তা জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় প্রযোজ্য হবে সেটাই প্রশ্ন। কান্ট বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন কোপার্নিকাস গ্রহনক্ষত্রাদির গতি বিষয়ে প্রথমে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে গ্রহনক্ষত্রগুলি দ্রষ্টার (তথা পৃথিবীর) চারপাশে আবর্তিত হয়। তিনি চেষ্টা করলেন এমন বিপরীত পথে অগ্রসর হতে যেখানে গ্রহনক্ষত্র স্থির থাকবে, দ্রষ্টা (তথা পৃথিবী) আবর্তিত হবে গ্রহনক্ষত্রের চারধারে। কান্টের প্রস্তাব হল, অধিবিদ্যায় অনুভবের বিষয়গুলি (objects of intuition) সম্পর্কে অনুরূপ প্রয়াস করা। অনুভব যদি বিষয়ের গঠনের অনুসারী হয় তাহলে বিষয় সম্পর্কে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান পাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়টি আমাদের অনুভবশক্তির গঠনের (constitution of our faculty of intuition) অনুরূপ হয় তাহলে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের সম্ভাবনা সহজেই গড়ে ওঠে।[3]

1 'The true method...was not to inspect what he discerned either in the figure, or in the bare concept of it,.....but to bring out what was necessarily implied in the concepts that he had himself formed a priori, and had put into the figure in the constnction by which he presented it to himself.' (p-19, Ibid)

2 '... reason has insight only into that which it produces after a plan of its own....' (p-20, Ibid)

3 'If intuition must conform to the constitution of the objects, I do not see how we could know anything of the latter a priori; but if the object (as object of the senses) must conform to the constitution of our faculty of intuition, I have no difficulty in conceiving such a possibility.' (p-22, Ibid)

**মন বিষয়ের অনুরূপ হয়**—এই বক্তব্য সাধারণ জ্ঞানে, ভাববাদ ও বস্তুবাদে স্বীকৃত হয়েছে। বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ এই বক্তব্য গ্রহণ করে। জ্ঞানের বিষয়ের জ্ঞান নিরপেক্ষ সত্তা থাকে এবং মন তা বোঝার চেষ্টা করে। বস্তুর প্রতিকৃতি আমাদের জ্ঞানে ভাসে, জ্ঞান সত্য হবে যদি তা বিষয়ের অনুরূপ হয়। ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তু বা বিষয়ের প্রাধান্য থাকে। হিউম কান্টকে বিচার বিযুক্তবাদের মোহমুক্ত করে দেখিয়েছিলেন যে অভিজ্ঞতায় আবশ্যিকতা ও সার্বিকতা পাওয়া যায় না। বুদ্ধিবাদীরা অভিজ্ঞতাকে সরিয়ে রেখে বিষয় ও বুদ্ধিকে পরস্পর নির্ভরশীল করে তোলার ফলে জ্ঞানের নতুনত্ব নামক ধর্মটি হারিয়ে যায়। কান্টের দাবি হল বস্তু সম্পর্কে সেই প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান আমরা পেতে পারি, যা আমরা বস্তুতে আরোপ করেছি। আমাদের বুদ্ধি প্রকৃতি থেকে প্রাক্‌সিদ্ধ নিয়ম নিষ্কাশন করে না, বরং তা প্রকৃতির কাছে প্রস্তাব করে।

**জ্ঞানের বিষয় মনের অনুরূপ**—এটাই কান্টের দৃষ্টিকোণের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে সূর্যের আপাতগতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য দু-ধরনের ব্যাখ্যা ছিল—ভূকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা (geocentric explanation) এবং সৌরকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা (heliocentric explanation)। প্রথম ব্যাখ্যাটি টলেমির; এই প্রকল্প অনুযায়ী পৃথিবী স্থির থাকে এবং সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বলেই আমরা সূর্যকে উদিত হতে বা অস্ত যেতে দেখি। সৌরকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্থির সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী—এটাই কোপার্নিকাসের বিপ্লবাত্মক ব্যাখ্যা। কোপার্নিকাসের মতে, আপাতদৃষ্টিতে সূর্যকে গতিশীল বলে মনে হওয়ার কারণ হল আমরা আমাদের (পৃথিবীর) গতি সূর্যে আরোপ করি। এই বক্তব্যের ফলে প্রকৃত বস্তু ও অবভাসের মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে।

কান্ট অধিবিদ্যায় ওই ধরনের পরীক্ষা করতে চাইলেন এই দাবি নিয়ে যে জ্ঞানের বিষয়টি মনের অনুরূপভাবে গড়ে ওঠে। সংবেদনশক্তি (sensibility), বোধশক্তি (understanding) ও চিন্তাশক্তি (reason) বা বুদ্ধিশক্তি, এই তিনের সমন্বয়ে মানুষের মন গঠিত। এ ছাড়াও আছে অবধারণ শক্তি (Power of Judgement)। কান্ট মনে করেন, অভিজ্ঞতায় জ্ঞানের শুরু হয় মাত্র যদিও অভিজ্ঞতায় জ্ঞান পরিণতি লাভ করে না। সংবেদনশক্তি বাহ্য জগতের সঙ্গে যুক্ত হয় দেশ ও কাল নামক দুটি প্রাক্‌সিদ্ধ আকারের মাধ্যমে। এভাবে পাওয়া সংবেদন হল প্রতিভাস, অর্থাৎ বিষয়টি যেভাবে মনে ভেসে এসেছে। বোধশক্তির আছে দ্বাদশ প্রাক্‌সিদ্ধ প্রকরণ যার মোড়কে দেশ-কাল যুক্ত প্রতিভাস নতুন করে গড়ে উঠে জ্ঞানের বিষয় হয়। জ্ঞানের বিষয় মনের অনুরূপভাবে গড়ে ওঠে।

## ■ কোপার্নিকীয় বিপ্লবের ফলাফল [Consequences of Copernican Revolution]

(i) কান্ট মনে করেন, এই নতুন দৃষ্টিকোণ আমাদের সাহায্য করে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করার কাজে। অনুভব (intuition) যদি বস্তুর গঠন অনুযায়ী হয়, তাহলে বস্তুসম্বন্ধে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান হয় না। কান্টের অভিযোগ ছিল যে হিউম এমন স্থানে আবশ্যিকতার অনুসন্ধান করেছেন যেখানে তা পাওয়া যাবে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু যদি অনুভব শক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী হয় তাহলে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান হয়, কারণ আমরা আবশ্যিকতাকে বস্তুতে আরোপ করি।[1] কান্ট পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণের প্রস্তাবকে একটি প্রকল্পের আকারে উপস্থিত করেছিলেন। বিচারমূলক দর্শনে ওই প্রকল্পকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা যায় না, কারণ জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞান-কর্তা থেকে পৃথক করে তারপর উভয়ের সম্পর্ক বিচার করতে পারি না।

কিন্তু যদি ওই প্রকল্পের ভিত্তিতে প্রাক্‌সিদ্ধ নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রমাণিত হয়। কান্ট তাই করেছেন।[2]

---

1 'For the new point of view enables us to explain how there can be knowledge a priori...' (p-23, Ibid)

2 '...if on the new hypothesis we can explain what cannot be explained in any other way, and if at the same time we succeed in demonstrating the laws which lie a priori at the basis of Nature (considered as the sum of possible objects of experience), we shall have succeeded in proving the validity of the point of view which was at first assumed as an hypothesis.' (p-229, vol VI, A History of Philosophy, F. Copleston)

(ii) কান্ট দাবি করেছেন যে, পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ অধিবিদ্যা তথা জ্ঞানতত্ত্বকে এক চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে (startling consequence) নিয়ে যায়। আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পড়ি যে, আমরা কখনোই জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সীমাকে অতিক্রম করতে পারি না।[1] প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান কেবলমাত্র প্রতিভাত রূপের (appearance) সঙ্গে জড়িত থাকে, বাস্তব সত্য (reality) বা স্বয়ংসৎ সত্তা আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে থাকে।[2]

(iii) নতুন দৃষ্টিকোণ জ্ঞানকে সংবেদনশক্তির প্রাক্‌সিদ্ধ আকার দেশ ও কাল, এবং বোধশক্তির প্রাক্‌সিদ্ধ প্রকরণের (category) বাঁধনে নির্দিষ্ট (conditioned) করে তোলে। ফলে এই নির্দিষ্টতাকে অতিক্রম করে যে অ-নির্দিষ্ট (unconditioned) সত্য তাকে জানতে গেলে স্ববিরোধিতা তৈরি হয় (The unconditioned cannot be thought without contradiction) এভাবে দেখলে বুদ্ধির অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হয়। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির (reason) এই ক্ষমতা আছে যে, বোধশক্তির প্রকরণের সাহায্য না নিয়েও অধিবিদ্যক বিষয়গুলির (যেমন ঈশ্বর) চিন্তা করতে পারে। কান্ট বলেন, যদিও আমরা স্বয়ংসৎ বিষয়গুলিকে জানতে পারি না, তথাপি সেগুলিকে চিন্তা করতে পারি। কারণ তা না হলে এই অসম্ভব সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে যা প্রতিভাত হয় তাকে ছাড়াই কোনো কিছু প্রতিভাত হতে পারে।[3] নতুন দৃষ্টিকোণ স্বয়ংসৎ বিষয়ে জ্ঞানের সম্ভাবনা বাতিল করে যদিও অস্তিত্ব অস্বীকৃত হল না—অজ্ঞেয়বাদের পরিণতি বিচারবাদী দর্শনকে গ্রহণ করতে হল।

(iv) কান্টের কোপার্নিকীয় বিপ্লব 'ইচ্ছা' (will) বিষয়ক মনোবিদ্যা এবং নীতিবিদ্যার সমস্যার সমাধান করে। একটি বস্তুকে দু-দিক থেকে দেখা যেতে পারে—আমি যেমন দেখছি বস্তুটি তেমন, এবং বস্তুটি যেমন আমি তেমন দেখছি। এই দু-দিক থেকে মনোবিদ্যা এবং নৈতিকতা 'ইচ্ছার' (will) বিষয়টি দেখে থাকে। 'ইচ্ছা'-র বিবরণমূলক বক্তব্য উপস্থিত থাকে মনোবিদ্যায়; এটি মুক্ত ইচ্ছা (free will) নয়। কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা (antonomy of will) হল নৈতিকতার প্রধান ভিত্তি। মনোবিদ্যা ইচ্ছাকে একটি কার্য হিসেবে দেখে, যা পূর্ববর্তী শর্তগুলি দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু নৈতিকতার মুক্ত ইচ্ছা সকল প্রকারের আসক্তি (inclination) ও প্রবণতা থেকে মুক্ত হবে। কান্টের মতে, যে ইচ্ছা আমাদের কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তা প্রাতিভাসিক ইচ্ছা, যা প্রত্যক্ষযোগ্য। অন্যদিকে আত্মা, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। কিন্তু এগুলিকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিতে হয়। কোপার্নিকীয় বিপ্লব এই পথ তৈরি করে দেয়।[4]

(v) কান্টের নতুন দৃষ্টিকোণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল অন্তর্বর্তী (immanent) এবং অতিবর্তী (transcendent) অধিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা। এন. কে. স্মিথ বলেছেন যে, এটি দুর্ভাগ্যজনক যে কান্ট বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, এর নতুনত্ব এবং সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে প্রকাশ করেননি।[5]

---

1 'We are brought to the conclusion that we can never transcend the limits of possible experience.' (P-24, Critique, trans. N. K. Smith)

2 '...we are enabled to prove the truth of this estimate of our a priori knowledge of reason, namely, that such knowledge has to do only with appearance, and must leave the thing in itself, as indeed real per se, but as not known by us. (P-26, Ibid)

3 '...through we cannot know these objects as things in themselves, we must yet be in a position at least to think them as things in themselves; otherwise we should be landed in the absurd conclusion that there can be appearance without anything that appears.' (P-27, Ibid)

4 '...there is no contradiction in supposing that one and the same will is, in the appearance, that is, in its visible acts, necessarily subject to the law of nature and so far not free, while yet, as belonging to a thing in itself, it is not subject to that law, and is therefore free.... But though I cannot know, I can yet think freedom.' (P-28, Ibid)

5 'It is unfortunate that he (Kant) does not do so in a more explicit manner, with full recognition of its novelty and of its farreaching significance.' (P-22, A Commentary of Kant's Critique of Pure Reason, N. K. Smith)

■ **কোপার্নিকীয় এবং কান্টীয় বিপ্লবের তুলনা**

কান্ট দাবি করেছিলেন যে, জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় তিনি দৃষ্টিকোণের মধ্যে যে আমূল পরিবর্তন এনেছেন তা জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপার্নিকাসের নতুন বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু কিছু ব্যাখ্যাকার কান্টের দাবির সঙ্গে সহমত নন।

অভিযোগ উঠেছে যে, কান্টের বক্তব্যে কোপার্নিকীয় কিছু নেই কেবল তাঁর এই বিশ্বাস ছাড়া যে এটি একটি বিপ্লব। যদি প্রতিটি পরিবর্তনকেই আমরা কোপার্নিকীয় বলতে চাই যেখানে ব্যবহৃত পদগুলির ক্রমকে বিপরীতমুখী করা হয়েছে, যেমন B পূর্বে A-র ওপর নির্ভরশীল ছিল এমন A হল B-র ওপর নির্ভরশীল, তাহলে কান্টও এমন পরিবর্তন করেছেন—বস্তুর ওপর মনের নির্ভরতার ক্রমকে মনের ওপর বস্তুর নির্ভরতার ক্রমে বদলে দিয়েছেন। কিন্তু অন্য কোনো অর্থে কান্ট সঠিক নন, বরং তার বিপ্লবকে সঠিকভাবে কোপার্নিকান-বিরোধী (anti-copernican) বলা যায়। কোপার্নিকাস দ্রষ্টাকেন্দ্রিক প্রকল্পকে উলটে দিয়ে দৃষ্টবস্তুকেন্দ্রিক প্রকল্প গড়েছেন, কিন্তু কান্ট দৃষ্টবস্তুকেন্দ্রিক প্রকল্পকে উলটে দিয়ে দ্রষ্টাকেন্দ্রিক প্রকল্প মেনেছেন। কান্ট আসলে টলেমীয় প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করে মানবকেন্দ্রিক বক্তব্য রেখেছেন।

ব্যাখ্যাকার H. J. Paton এবং N. K. Smith উভয়েই মনে করেন যে, সমালোচকরা কান্টের দাবি ও তুলনাকে সঠিকভাবে বোঝেননি। কান্ট স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কোপার্নিকাস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধতা করে চোখে দেখা গতিকে গ্রহ-নক্ষত্রে না দেখে দ্রষ্টার গতি হিসেবে দেখেছিলেন। কান্টও আবশ্যিকতার ধর্মকে বস্তুর মধ্যে না দেখে জ্ঞাতার মনে স্থান দিয়েছিলেন। দ্রষ্টা যখন পৃথিবী থেকে সূর্যের গতি দেখে, তখন সে আসলে নিজের গতিকেই সূর্যের গতি বলে ভুল করে, তেমনি বাস্তব জগতে যখন কারণ-কার্যের আবশ্যিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করি তখন আসলে আমাদের মনের প্রাক্‌সিদ্ধ উপাদানকেই আমরা বস্তুর লক্ষণ বলে ভুল করি। কোপার্নিকাস যেমন বস্তুকে দ্রষ্টার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কান্টও তেমনি আবশ্যিকতা ও সার্বিকতার ধর্মগুলিকে বোধশক্তির কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন—এখানেই তুলনার সার্থকতা।

## 4.8 দেশ ও কাল বিষয়ে কান্টের বক্তব্য [Kant's View on Space and Time]

'ক্রিটিক অব পিয়োর রিজন' গ্রন্থের 'ট্রান্‌সেনডেন্টাল ইস্‌থেটিক্' অংশে কান্টের দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমত, কীভাবে গণিতশাস্ত্রে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব সেই প্রশ্নের অনুসন্ধান করা এবং দ্বিতীয়ত, প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে সংবেদন শক্তির বিশ্লেষণ করা। ওই আলোচনায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য পারিভাষিক শব্দগুলি নিম্নরূপ—

**(i) স্বজ্ঞা/অনুভব (Intuition) ঃ** কান্ট বলেন, 'যে-কোনো ভঙ্গিতে এবং যে-কোনো উপায়ের সাহায্যে বিষয়ের (object) সঙ্গে কোনো জ্ঞান যুক্ত হোক-না কেন, স্বজ্ঞা বা অনুভব হল তাই যার মাধ্যমে জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং উপায় হিসেবে যার প্রতি সকল চিন্তা চালিত হয়।'[1] কোনো বস্তু আমাদের কাছে প্রদত্ত হলে তবেই স্বজ্ঞা সম্ভব হয়। মন এক্ষেত্রে কোনো-না কোনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়। স্বজ্ঞা বা অনুভব না থাকলে জ্ঞান হবে না।

কান্ট বলেন, যে প্রতিরূপটি কেবলমাত্র একটি একক বিষয়ের মধ্য দিয়ে আসে সেটি স্বজ্ঞা ('the representation which can be given only through a single object is intuition' P-75)। কাজেই যা অনুভবের বিষয় তা একটি মাত্র হবে, কোনো প্রত্যয় (concept) বা সাধারণ বিষয়ের (general object) [illegible]